বিলের নিকট দিয়া চলে গেছে পথ।
দুই জনে চলা কষ্ট ধরে হাতে হাত।।
তার পিতা কেন্দে বলে 'এখন কি করি।
মনোদুঃখে ইচ্ছা হয় জলে ডুবে মরি।।'
কথা শুনি রামধন কেন্দে কেন্দে কয়।
'জন্ম অন্ধ অভাজন আমি অতিশয়।।
কোথা বাবা হরিচাঁদ! মোরে কর দয়া।
পিতার কষ্টের হেতু আমি যে 'অপয়া।।'
করুণ মধুর স্বরে ডাকে রামধন।
ওড়াকান্দী হ'তে হরি করেন শ্রবণ।।
নিদানের বন্ধু হরি ভক্ত প্রতি মায়া।
সে রামধনের প্রতি করে প্রভু দয়া।।
কান্দিতে কান্দিতে তবে কহে রামধন।
"আমি যেন কিছু পিতা করি দরশন।।
আপনি চলুন অগ্রে আমি পিছে যাই।
হয়েছে প্রভুর দয়া, আর ভয় নাই।।"
শুনিয়া আশ্চর্য্য গণে রামধন-পিতা।
'বলে রামা, কি কহিলি, আশ্চর্য্য বারতা।।
দেখা গেল দূরে যাঁর নামে গুণ এত।
নিশ্চয় জানিনু প্রভু স্বয়ং জগন্নাথ।।"
ভক্তি-ভীত ত্রস্তচিত পিতা পুত্র চলে।
শ্রীরামধনের কান্না 'হরি' 'হরি' বলে।।
নয়নের জলে তার বুক ভেসে যায়।
ইষৎ আলোক আভা যেন চোখে পায়।।
এইভাবে পথ চলি প্রহর বেলায়।
প্রভুর সম্মুখে গিয়ে হইল উদয়।।
সে রামধনের পিতা প্রভু পদে পড়ে।
"মম পুত্র নয় এ'কে তোমা দিনু ছেড়ে।।
জন্মান্ধ অসাধ্য ব্যাধি কোন পথ নাই।
দিবানিশি বসে ভাবি কুল নাহি পাই।।
তব নাম বলামাত্র রামা দেখে চক্ষে।
রামাকে তোমার কর এই চাহি ভিক্ষে।।
কথা শুনি প্রভু কন "তাই যদি হয়।
আয় রামা তোরে ক্ষমা করিনু নিশ্চয়।।
পিতার পাপের ফল পুত্রে কত বর্ত্তে।
তোকে ক্ষমা করিলাম তোর পিতৃ শর্তে।।
অমৃতে অমৃত ফলে তালে ফল তাল।
তাল কভু নাহি পায় আমের নাগাল।।
সত্য বটে পিতৃ গুণে পুত্র ছোট বড়।
তার মধ্যে আছে কথা অতীব নিগূঢ়।।
ক্ষুদ্রভাব ত্যজ্য করি যদি কোন পুত্র।
বিশুদ্ধ মহৎ স্পর্শে কাটে কর্ম সূত্র।।
ক্ষুদ্রত্ব ছাড়িয়া তেহ মহত্ব সে পায়।
প্রজাপতি যে প্রকারে মালপোকা হয়।।
তাই বলি রামা তোরে ক্ষমিনু নিশ্চয়।
খাস হ'লি দৃষ্টি পে'লি গা তুলিয়া বয়।।
এত বলি মহাপ্রভু পদ্মহস্ত দিয়ে।
সে রামধনের চক্ষু দিল মুছাইয়ে।
স্পর্শ মাত্রে রামধন পূর্ণ দৃষ্টি পে'ল।
কাঁদিয়া প্রভুর পদে লোটা'য়ে পড়িল।।
উপস্থিত যারা ছিল বলে হরি হরি।
সে রামধন বলে করজোড় করি।।
'আর প্রভু নাহি যা'ব দেবগ্রাম গাঁয়।
মাতা-পিতা সব তুমি হরি দয়াময়।।"
প্রভু বলে "তাই ভাল থাক্ থাক্ থাক্।
বলে দে তোর পিতায় বাড়ী চলে যাক্।।"
পিতা বলে "ওহে প্রভু! যে আজ্ঞা তোমার।
সর্বস্বত্ব ত্যজ্য রামধনের উপর।।
যে ভাবে যেখানে রাখ তা'তে দুঃখ নাই।
তব পদে ভক্তি রাখে এই ভিক্ষা চাই।।"
ইত্যাদি অনেক কহি রামধন পিতা।
চলি গেল নিজ বাটী ত্যজিয়া মমতা।।
এই ভাবে দৃষ্টি পেয়ে প্রভুর কৃপায়।
প্রভুর যতেক গরু সকলি চরায়।।
এই রামধন পড়ে রাজাজীর কোপে।
প্রভুর কৃপায় মুক্ত হ'ল ভক্ত-শাপে।।